## জোট সরকারের গণতন্ত্র চর্চা এবং এরশাদ-বিদিশা উপাখ্যান।

জোটের শরিক দল জামাতকে গণতন্ত্রের সনদ প্রদান এবং জোটকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার জন্য ঢাকাস্থ পূর্ববর্তী মার্কিন রাষ্ট্রদূতের প্রচেষ্টা সকলের অবগত। বর্তমানে জোট সরকার গণধিকৃত এবং বহির্বিশ্বে সন্ত্রাসী মদতদাতা, দুর্নীতিবাজ এবং স্বৈরাচারী হিসাবে আখ্যায়িত। এমতাবস্থায় বর্তমান বিদায়ী মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তৃতা কালে বলেছেন, ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা দখলে ইচ্ছুক বড় দু'টি দল তাদের মতপার্থক্য নিরসনে ব্যর্থ হলে তৃতীয় শক্তি ক্ষমতা দখল করতে পারে।

প্রথমত আলোচ্য এই বক্তব্য স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সামিল। বাংলাদেশের সুবিধাভোগী ও প্রতিক্রিয়াশীল মধ্যবিত্ত এবং ইরাকের চেলাবি টাইপ সুবিধাভোগী প্রবাসী কিছু বাঙ্গালী কর্তৃক কারণে অকারণে মার্কিন পদসেবার ফলশ্রুতিতে মার্কিন প্রশাসন রক্তের বিনিময় অর্জিত বাংলাদেশের মত একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের আভ্যন্তরীন বিষয় হস্তক্ষেপ করতে সাহস পায়। যেমনটি তারা করেছে আফগানিস্তানে ও ইরাকে। বর্তমানে ইরানের আভ্যন্তরীন বিষয় হস্তক্ষেপের চেষ্টা চলছে। এ ব্যাপারে প্রপাগান্ডা চালানের জন্য আলী সিনহা নামের এক ইরানী গাদ্দার নিয়োজিত হয়েছেন এবং মার্কিন প্রশাসন কর্তৃক ইতিপূর্বে সন্ত্রাসী হিসাবে আখ্যায়িত একটি সংস্থাকে বর্তমানে একই মার্কিন প্রশাসন ইরানে গোলযোগ সৃষ্টির জন্য মদত দিয়ে যাচ্ছে।

ধর্ম মানুষের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রন করে না। আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন ছাড়া মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় না। এমতাবস্থায় আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের বাধাকে পাশকাটিয়ে যারা ধর্মকে টার্গেট করেণ তাদের উদ্দেশ্য সদ নয়। ইরানের ক্ষমতায় কোন ধরাণের সরকার থাকবে, তা ঐ দেশের জনগন নির্ধারণ করবে, বিদেশী কোন শক্তি নয়। ইরানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বহি:শক্তির হস্তক্ষেপ কোন ভাবেই কাম্য হোতে পারে না।

তৃতীয় শক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল সংক্রান্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যের অর্থ রাজনৈতিক পরিভাষায় যা দাড়ায়, তা হলো মার্কিনীদের কথা মত না চললে ১৯৭৫ সালের মত আবার সামরিক শক্তিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসা হবে এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী দলটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়া যে, তাদের সহযোগী প্রগতিশীল অংশের নেতাদেরকে ১৯৭৫ এর মত হত্যা করা হবে, যার নমুনা বর্তমান বাংলাদেশে চলছে। বাংলাদেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। পাকিস্তান কালীন সময়ের মত প্রগতিশীল রাজনীতিবিদদেরকে ভারতীয় দালাল আখ্যায়িত করা হচ্ছে। ড: কামাল হোসেনের মত স্বচ্ছ ও প্রগতিশীল রাজনীতিবিদের চরিত্র হননের চেষ্টা চলছে। গণতন্ত্রের অকখগ না বুঝে এবং বাকশালের গঠনতন্ত্র না পড়েই কোন কোন প্রবাসী অবাস্তবায়িত বাকশালকে অগণতান্ত্রিক আখ্যায়িত করে প্রচার চালাচ্ছে। জোট সরকারের বিরুদ্ধে গণরোষ যাতে বিস্ফারিত না হয়, সেই জন্য দক্ষিণ পন্থী ও মুক্তিযুদ্ধ পক্ষশক্তি প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতাদেরকে একই নিত্তিতে মেপে জনগণকে রাজনীতি বিমূখ করার চেষ্টা চলছে। জনগণকে প্রগতিশীল বিমূখ করার লক্ষ্যে প্রবাসের শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটি অংশ নিজেদেরকে সেকুলার ও ফ্রীথিংকার পরিচয় দিয়ে ধর্মহীনতাকে ধর্ম নিরপেক্ষতা বলে প্রচার করে ধর্মপ্রান মানুষদেরকে মৌলবাদমূখী করছে। বাংলাদেশের অর্ধ-সামন্তবাদী এবং অর্ধ-পুজিবাদী আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় লালিত-

পালিত প্রবাসী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের একটি অংশ বাঙ্গালের হাইর্কোট দেখার মত উন্নত বিশ্বের সংষ্কারমুক্ত পুজিবাদী ব্যবস্থা দেখে বিস্মিত। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় পশ্চিমা পুজিবাদী ব্যবস্থা কার্যকর কিনা, তা না বুঝেই বাস্তবায়নের জন্য মার্কিন সহযোগীতা কামনা, ফলে দেশের আভ্যন্তরীন বিষয় মার্কিন প্রশাসনের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আলোচ্য সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের অংশ হিসাবে পতিত স্বৈরাচার এরশাদ নাটক শুরু। বিএনপির চরিত্রের বৈশিষ্ট দুর্নীতি, সন্ত্রাসী লালন, স্বৈরাচারী আচরণ এবং রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল জনগনের কাছে উন্মোচিত। মডারেট মুসলিম দল হিসাবে সনদ প্রাপ্ত জামাতের মৌলবাদী সন্ত্রাসী চরিত্র আবার প্রকাশিত। ফলে জনগণ কর্তৃক জোট সরকার ধিকৃত। ভোট ম্যানুপুলেশনে এরশাদ একজন কুশলী। তাই জামাতকে বাদ দিয়ে এরশাদের জাপাকে, যে দল বিগত ২০০১ সালের নির্বাচনে ১০% ভোট পুল করেছে, জোটে যুক্ত করার প্রচেষ্টা চলছে। দুর্নীতির মামলাগুলি থেকে নিস্কৃতি এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহনের সুযোগ চান এরশাদ। দুষ্টলোকদের খবরে প্রকাশ, হাওয়া ভবনের সাথে মিটিংএ পতিত স্বৈরাচার এরশাদকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, জোটে যুক্ত অথবা গৃহপালিত বিরোধী দল (আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচনে অংশ না নেয়) হোলে তার আকাঙ্খিত চাহিদা পুরণ ছাড়াও তাকে (এরশাদকে) বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং তারেক রহমানের প্রধান মন্ত্রীত্বের কেবিনেটে তার দলের কাজী জাফর ও রুহুল আমীন হওলাদারকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হবে।

বিদিশা ছিল উক্ত নীলনক্সা বাস্তবায়নের বাধা। স্বার্থান্বেষী ও চতুর এরশাদ আলোচ্য সুযোগ হাত ছাড়া করতে রাজী নয়। বিদিশাকে বিদেশে পাঠিয়ে নীলনক্সা বাস্তবায়ন ব্যর্থ হলে তালাক নাটক শুরু হয়। নীলনক্সা প্রস্তুতকারী বহি:শক্তির সাথে আলোচনার জন্য মধ্যস্থকারী দেশে ওমরা পালনের জন্য এরশাদের গমন। বিএনপি নিজ রাজনৈতিক স্বার্থে বিদিশার দাম্পত্য জীবনে ঢুকে মহিলাটিকে রিমাইন্ডে পাঠিয়ে স্বৈরাচারী গণতন্ত্রের চর্চা করে চলছে। ধর্মের রাজনৈতিককরণকারী, দুর্নীতিবাজ, সন্ত্রাসী ও স্বৈরাচারীদের গণতন্ত্রের নাটক আগামীতে বাংলাদেশে মঞ্চাস্থ হোতে যাচ্ছে। গণতন্ত্র নামের নির্বাচন নাটকে কোন পক্ষ জয় লাভ করবে, তা পূর্ব নির্ধারিত থাকে। বিগত ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের নির্বাচন নামের গণতন্ত্রের নাটকের যেমন সমর্থক বিদ্যমান, তেমনি আগামী নির্বাচন গণতন্ত্র নাটকের সমর্থকও পাওয়া যাবে। যেমন পাওয়া গেছে আফগানিস্তান, ইরাকে ও লেবাননে। সাম্রাজ্যবাদের আলোচ্য এই গৃহপালিত গণতন্ত্রের রাজনীতি পরিচালিত হবে ধর্মের ভিত্তিতে, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য নয়।

সেতারা হাশেম ০৬/২২/০৫